পলিসি ব্রিফ
১০৬/ ২০২১
মে ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি গণগ্রন্থাগার: সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা ও দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা ও তা থেকে উত্তরণে নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিবেচনায় 'সরকারি গণগ্রন্থাগার: সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণাটি ২০২১ সালের ৬ মে প্রকাশ করা হয়।[১] এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণায় দেখা যায়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রাণাধীন গণগ্রন্থাগারসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকরতা, ন্যায্যতা, আইনের প্রতিপালন, জনঅংশগ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতিসহ সুশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘাটতি বিদ্যমান। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও নীতিমালাতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, গণগ্রন্থাগারসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। সরকারের শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় গণগ্রন্থাগারকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষনীয়। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও তার নিয়ন্ত্রাণাধীন গণগ্রন্থাগারসমূহে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রভাব, মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া, মাঠ পর্যায়ের কাজে সমন্বয়হীনতা, দুর্বল তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, নেতিবাচক বা শাস্তিমূলক প্রণোদনার ব্যবস্থায় ঘাটতি বা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি ও নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বিশেষ করে পাঠক সেবা, জনসংযোগমূলক কার্যক্রম, পাঠক আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনসহ গণগ্রন্থাগারের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে তদারকি কার্যক্রমে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

অপরদিকে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যের প্রকৃত হিসাবে অসামঞ্জস্য, বিভিন্ন তথ্য কেন্দ্রীয় ও সমন্বিতভাবে না থাকা, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনে দুর্বলতা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব ও নিয়মিত প্রকাশ না হওয়াসহ স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষণীয়। পাঠক চাহিদা অনুযায়ী পাঠসামগ্রী সরবরাহ করতে না পারা, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সংবলিত তথ্যসেবা প্রদানের সুবিধাদি নিশ্চিত করতে না পারা, পুস্তকের সংখ্যা-স্বল্পতা, স্থান সংকুলানে প্রতিবন্ধকতা এবং জরাজীর্ণ ভবন ইত্যাদি কারণে পাঠকসেবায় ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়াও গণগ্রন্থাগারে অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি এবং সেবার মান উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে গণশুনানির অয়োজনে ঘাটতিসহ জনঅংশগ্রহণেরও ঘাটতি রয়েছে।
গণগ্রন্থাগারসমূহকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠক পর্যায়ে কার্যকর সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগে ঘাটতিসহ নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা লক্ষণীয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে।

১. আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

করণীয়

১. জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ২০০১ এর আলোকে গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২.নীতিমালাসমূহ সময়োপযোগী সংস্কার করে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সকল নীতিমালার সমন্বয়ে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

[১] গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index-.php/en/highlights/6277-2021-05-10-04-28-09 এই লিংকে পাওয়া যাবে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. শূন্যপদগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংসদীয় কমিটি
২. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এবং নিজস্ব আধুনিক অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	
৩. গণগ্রন্থাগারসমূহকে যুগোপযোগী করে ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত করতে হবে। সকল গণগ্রন্থাগারে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংসদীয় কমিটি, বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহ
৪. পাঠকের চাহিদা সংগ্রহ করার কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাঠসামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রয় প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার জন্য সরকারের ক্রয় আইন ও নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।	
৫. পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসামগ্রী স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এজন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দ রাখতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহ

৩. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহ
২. অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত প্রচারণা করতে হবে, নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে, এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।	
৩. ওয়েবসাইটে সেবাসংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ এবং সেবাসংক্রান্ত গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে প্রচারণা বাড়াতে হবে।	

৪. জবাবদিহিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে, আকস্মিক পরিদর্শন ও ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সকল পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে নিয়মিত সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারসমূহ
২. অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা আমলে নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh